কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 DEC 2016

পিইসি ও জেএসসির ফল গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী

এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী করছে

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা আয়োজনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই পরীক্ষা ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করছে, যে আত্মবিশ্বাস বোর্ডের উচ্চতর পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। তিনি বলেন, 'আমি জানি না তাঁরা (অভিভাবকরা) পরীক্ষার ফল দেখেন কি না। পড়ালেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এটা খুব জরুরি।'

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ বছরের পিইসি, জেএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মো. মোস্তাফিজুর রহমান পিইসি ও ইবতেদায়ি পরীক্ষার ফল প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আয়োজনের পেছনে আরেকটি কারণ ছিল, তা হচ্ছে–শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার

▶▶ পৃষ্ঠা ৮, ক. ৪

এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভীতি দূর করা। এই পরীক্ষা দেওয়ার পর ছোট বাচ্চারা যখন একটি সার্টিফিকেট পাচ্ছে তখন তাদের মনে হচ্ছে কিছু তো একটা করা হলো। এই সার্টিফিকেট শিক্ষার্থীর সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকল এবং তার ভেতর একটি আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করবে। এর মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এক ধরনের বাড়তি সচেতনারও সৃষ্টি হয়েছে।

কয়েক দিন আগেই পিইসি এবং জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কি না–এ বিষয়ে দেশে বিতর্কের অবতারণা হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা সময় লোকজন এ ধরনের পরীক্ষা আয়োজনের পক্ষে ছিল না। তবে, আমার মনে হয় জনগণকে এ ধরনের পরীক্ষা আয়োজনের কারণটা বোঝাতে হবে।... আমি বুঝি না কেন তারা এর প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে পারছেন না।'

এর আগে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য দেশে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো এবং স্বল্পসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীই এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান নিয়মে সব ছেলেমেয়েই পরীক্ষা দেবে। সেখান থেকে যারা মেধাবী-দরিদ্র, তাদের যে নিয়মে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাদের বৃত্তির জন্য বেছে নেওয়া হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, একটা ক্লাসে যদি ৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে সেখান থেকে ১০ জনকে বেছে নেওয়া হয় বৃত্তির জন্য। তারা আলাদাভাবে পড়াশোনা করবে, তাতে বস্তুত কী হচ্ছে, অন্যসব ছেলেমেয়ে তো ভালো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানেও তো ভালো ছেলেমেয়ে থাকতে পারে, তারা কেন বঞ্চিত হবে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ যদি গড়তে হয় তাহলে সবচেয়ে আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। তা ছাড়া আজকের বিশ্বটা প্রতিযোগিতামূলক একটি বিশ্ব। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও সেভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আমাদের দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে চাই। সেটা করতে গেলে আমাদের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। আমরা বিজয়ী জাতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাই সমগ্র বিশ্বে আমরা মর্যাদার সঙ্গে চলতে চাই। আমরা কারো কাছে নতি স্বীকার করতে চাই না। বিজয়ী জাতি হিসেবে আমাদের নিজেদের বিশ্বে মর্যাদার আসনে আমাদেরকেই তুলে ধরতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্র এবং পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে দেশকে স্বাধীনতার উল্টোরথে চড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'একটা দীর্ঘসময় আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী করা হয়েছে, সংসদ সদস্য করা হয়েছে, ভোট চুরি করে তাদের ক্ষমতায় আনা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। ২১টা বছর আমাদের এই নরক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি তখন দেখি আমাদের সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম। মাত্র ৪০-৪৫ ভাগ সাক্ষরতার হার ছিল, তখনই আমরা একটা উদ্যোগ নিই প্রতিটি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। কেউ যেন আর নিরক্ষর না থাকে এ ধরনের একটা কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিই এবং সাক্ষরতার হার ২০ শতাংশ বাড়িয়ে ৪৫ থেকে ৬৫ ভাগ করি। এ জন্য ইউনেসকো সে সময় বাংলাদেশকে পুরস্কৃতও করেছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সাত বছর পর আবার সরকার গঠন করে দেখি ওই সাক্ষরতার হার আবার কমে গেছে। আবার ৪৪ থেকে ৪৫ শতাংশে নেমে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে দেশ পুরস্কার পায় আর বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে দেশ তিরস্কৃত হয় বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তন হবে এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু, জনগণের কল্যাণের জন্য যেসব পদক্ষেপ আমরা হাতে নিচ্ছি সেগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না কেন? সেটার সুফল জনগণ পাবে না কেন, প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই এগিয়ে যাবে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। সেটাই তো স্বাভাবিক। আর কোনো দেশে যদি সেই দেশের রাজাকার, আলবদর ও তাদের দোসররা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকে তারা তো দেশকে এগোতে দেবে না। পিছিয়েই রাখবে। সেটাই ঘটেছিল বাংলাদেশের বেলায়। তারা এই দেশটাকে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র করতে চেয়েছিল। তাদের সেই ষড়যন্ত্র এত দিনেও কিন্তু শেষ হয়নি। শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে সব ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়। যার ফলে দেশ আজ অনেকটা এগিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি দেশের দক্ষ জনশক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের ভালোভাবে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে আমরা আর দরিদ্র থাকব না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের স্থান কোনো দিন বাংলার মাটিতে হবে না। এটা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে। ছোট শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বিষয়টা বোঝাতে হবে। তাদের বলতে হবে, আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, আমরা শান্তি চাই। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ কখনো ইসলামের পথ হতে পারে না।'

প্রধানমন্ত্রী সব অভিভাবক, মসজিদের ইমাম, শিক্ষকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে অনুরোধ জানান, 'আমরা যে শান্তি চাই, ইসলামে যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বিষয়গুলো সবাইকে বোঝাতে হবে।' সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলা এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্র : বাসস।